আদাবু তালিবুল ইলম ৫ম দারস

হামদ ও ছালাতের পর হযরত মাওলানা এভাবে তার বক্তব্য শুরু করেন ।

পাঠ্যব্যবস্থার কর্মপরিধি

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার পাঠ্যসূচী বা নিছাবে তা'লীমের একটি জটিল বিষয় এই যে, বহুমুখী গুণ ও বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও এ পাঠ্যসূচি জীবনের অন্য সকল প্রয়োজন পূর্ণ করে না। দায়িত্বশীল ও বাস্তববাদী কোন ব্যক্তি একথা বলতে পারেন না যে, আমাদের শিক্ষার পাঠ্যসূচি জীবনের সকল প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে সর্বাঙ্গীন ও পূর্ণাঙ্গ। এমনকি আমাদের নিছাবে তালীম নিজেও কখনো এ দায় ও দায়িত্ব দাবী করে না।

প্রকৃতপক্ষে নিছাবে তালীম শুধু এমন এক বিশেষ যোগ্যতার নিশ্চয়তা দান করে যা জীবনের পদে পদে শিক্ষার্থীর জন্য পথপ্রদর্শক ও দিকনির্দেশকের ভূমিকা পালন করতে পারে। একটি সফল নিছাবে তালিম তার শিক্ষার্থীকে যোগ্যতার একটি স্তরে উন্নীত করে, যাতে সে গ্রন্থসম্ভার ও জ্ঞানভাণ্ডার থেকে কল্যাণজনক ফল ও ফসল আহরণ করতে পারে। জীবনের সকল দাবী ও চাহিদা এবং আয়োজন ও প্রয়োজন নিশ্চিত করা নিছাবে তালীমের দায়-দায়িত্ব হতে পারে না। আমাদের কাদীম নিছাবে তালীম ও পুরোনো পাঠ্যসূচী কখনো পূর্ণাঙ্গতা ও সর্বাঙ্গীনতার অবাস্তব দাবী করেনি। যদিও তার গঠনপ্রকৃতির মাঝে 'মালাকা' ও যোগ্যতা সৃষ্টির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে তবু এ দাবী সে কখনো করেনি যে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষকে সে পথনির্দেশ প্রদান করবে।

জ্ঞানরুচিই হলো সমাধান

তা'লীম ও শিক্ষাবিশেষজ্ঞদের সামনে এ প্রশ্ন এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন শিক্ষার্থীকে নিছাব ও পাঠ্যসূচীর বাইরে কী কী উপাদান সরবরাহ করা যায়, যাতে সে তার জীবনের, তার সামাজিক অবস্থানের এবং তার উপর অর্পিত দায়িত্বের দাবী ও চাহিদা পূরণ করতে পারে এবং এই দাবী ও চাহিদা পূরণের • সহায়ক পরিবেশ ও পরিমণ্ডলের সাথে সঠিক সংযোগ তৈরী করতে পারে?

এ বিষয়টি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সকল জ্ঞানী ও চিন্তাশীল ব্যক্তির জন্যই জটিল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে ।

এ সমস্যার একটি সমাধান তো এই হতে পারে যে, শিক্ষার্থীদের জন্য কুতুবখানা ও গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করা হলো এবং শিক্ষকবৃন্দ ব্যাপক ও সুবিস্তৃত অধ্যয়নের বিষয়ে ছাত্রদের তত্ত্বাবধান করলেন, যাতে যুগ ও সমাজ থেকে এবং জীবনের চলমান কাফেলা থেকে তারা পিছিয়ে না পড়ে। এভাবে একেকটি কিতাবের পূর্ণাঙ্গ মুতালাআ ও অধ্যয়ন যখন সম্পন্ন হবে তখন জীবনের সাথে। অপরিচয় ও দূরত্ব কমে আসবে।

আরেকটি সমাধান এই হতে পারে যে, বিভিন্ন উপলক্ষে শিক্ষার্থীদের জন্য। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, জ্ঞানী, গুণী ও বিদগ্ধজনদের সান্নিধ্য লাভের ব্যবস্থা করা হলো, যারা ছাত্রদের সামনে জ্ঞানের নতুন নতুন দিগন্ত এবং নতুন নতুন সত্য উপস্থাপন করবেন এবং প্রাচীন জ্ঞান ও শাস্ত্রের পাশাপাশি আধুনিক জ্ঞান ও শাস্ত্রের সাথেও ছাত্রদেরকে পরিচিত করবেন। আমাদের দেশেও এখন এ পদ্ধতির প্রয়োগ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে।

আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, জামেয়া মিল্লিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে এ পদ্ধতির প্রচলন রয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে এটা খুবই কল্যাণপ্রসূ ও প্রশংসনীয় বিষয় যে, বিভিন্ন জ্ঞান ও শাস্ত্রের বিশিষ্ট ও বিদগ্ধ ব্যক্তিগণ এখানে এসে নিজেদের ভাষণ ও বক্তৃতা এবং প্রবন্ধ ও গবেষণাপত্রের মাধ্যমে তাদের চিন্তার সারনির্যাস আপনাদের সামনে পেশ করবেন আর আপনারাও তাদের মজলিসে শরীক হয়ে তাদের সান্নিধ্য দ্বারা উপকৃত হবেন। কোন জ্ঞান ও শাস্ত্রের সহজাত রুচি তখনই সৃষ্টি হয় যখন জ্ঞানী ও গুণীদের মজলিসে আসা যাওয়া হয় এবং তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক তৈরী হয়। এরপর মানুষ খুব সামান্য জ্ঞান দ্বারাও অনেক বেশী কাজ নিতে পারে। কিন্তু এই স্বভাব-যোগ্যতা ও সহজাত রুচি তখনই তৈরী হবে যখন জ্ঞানী-গুণীদের বিভিন্ন মজলিসে আপনি শরীক হবেন এবং তাদের নিকট সান্নিধ্য লাভ করবেন। এসব কথার নিগূঢ় রহস্য শুধু তারাই উপলব্ধি করতে পারবেন যারা আল্লামা শিবলী নোমনী ও সৈয়দ সোলায়মান নাদারী (রহ) এর মজলিসে শরীক হয়েছেন।

মাওলানা সৈয়দ সোলায়মান নাদাবী (রহ) আল্লামা শিবলীর মজলিসে নিয়মিত শরীক হতেন এবং তাঁর জ্ঞান-সরোবর থেকে পিপাসা নিবারণ করতেন। ফলে তিনি এমন অনুভব-অনুভূতি, বোধ ও রুচি এবং মালাকা ও যোগ্যতা লাভ করেছিলেন যা খুব কম মানুষই লাভ করতে পারে।

অনুভব-অনুভূতি বা বোধ ও রুচির অর্থ এই যে, আপনার সামনে কোন কবিতা-ও শ্লোক আবৃত্তি করা হলো, আর আপনি না জেনেও বলে দিতে পারলেন যে, এটা অমুকের কবিতা। তখন বোঝা যাবে যে, আপনি সাহিত্যবোধ ও কাব্যরুচির অধিকারী হয়েছেন। এমন যেন না হয় যে, আপনার সামনে 'আনিস' ও 'দাবীর' এর কবিতা পড়া হলো, আর আপনি সেটাকে 'গালিব' বা 'যাওক-এর কবিতা ভেবে বসলেন। এই সূক্ষ্ম রুচিবোধ কিন্তু একদিনে হয় না এবং এমনি এমনি হয় না; বিদগ্ধ কবি-সাহিত্যিকদের দীর্ঘ দিনের 'ছোহবত' ও নিকট সান্নিধ্য দ্বারা হয়।

***

আমাদের দ্বীনী মাদরাসার শিক্ষার্থীদের জন্য এটা খুবই আফসোসের বিষয়। হবে যে, আজকের এই গতির যুগে আমরা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধারণ পরিচয় থেকেও অজ্ঞ থেকে যাবো, যা সময়ের অপরিহার্য প্রয়োজন। সুতরাং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আসরেও আমাদের অংশ গ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও তথ্য আহরণ করা উচিত।

আমি আহলে ইলমের সামান্য কয়েকটি মজলিসই এমন দেখেছি যাকে বলা যায় নির্ভেজাল ইলমী মজলিস। যেখানে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুধু ইলমের আলোচনা হতো। মাওলানা সৈয়দ সোলায়মান নাদাবী, শাহ হালীম আতা এবং আল্লামা ইকবালের মজলিস। অবশ্য আল্লামা ইকবালকে দেখার সুযোগ হয়েছে আমার মাত্র দু'বার। আমি খুবই আনন্দিত হবো যদি এখানে জ্ঞানী-গুণীদের আগমন হয়, আর আপনাদের সামনে তারা তাদের মন উজাড় করে দেন এবং তাদের দীর্ঘ জীবনের সঞ্চিত ইলমের নির্যাস তুলে ধরেন। কিন্তু তারপরও যদি আপনাদের মাঝে কোন পরিবর্তন না আসে এবং জীবনে কোন বিপ্লব সূচিত না হয় তাহলে তা হবে চরম দুর্ভাগ্যের বিষয়।

এখানে যদি ইসলামী জ্ঞান ও শস্ত্রের বিভিন্ন শাখার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দাওয়াত দেয়া হয় তাহলে আমার বিবেচনায় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিদগ্ধজনদেরও আমন্ত্রণ জানানো উচিত, যারা আপনাদের সামনে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উপর সারগর্ভ ও তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা দান করবেন। একইভাবে কবি-সাহিত্যিক ও ভাষাবিদদেরও আহ্বান জানানো উচিত, যারা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে তাদের দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা আপনাদের সামনে তুলে ধরবেন।

আজকের যুগ হলো সর্ববিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভের এবং কোন এক বিষয়ে বিশেষজ্ঞতা অর্জনের যুগ। সুতরাং আপনাদেরকে অবশ্যই পর্যাপ্ত পরি মাণে বহুমুখী জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে, যাতে আপনারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী তো বটেই, এমনকি শিক্ষকদের সামনেও যেন স্বতঃস্ফূতভাবে কথা। বলতে পারেন। কোন রকম দ্বিধা-জড়তা ও হীনমন্যতা যেন আপনাদের দুর্বল করতে না পারে। নাদওয়াতুল উলামার ছাত্রদের সাংস্কৃতিক মজলিস 'আল-ইছলাহ'- এর মূল উদ্দেশ্যও কিন্তু এটাই যে, আপনাদের মাঝে ইলমী যাওক ও জ্ঞানমনস্কতা সৃষ্টি হবে, আপনাদের চিন্তার দিগন্ত প্রসারিত হবে এবং যুগ ও সমাজের গতিধারা সম্পর্কে আপনারা বা-খবর হবেন।

কিতাব মুতালা'আ ও গ্রন্থ অধ্যয়নের যে কথা আগে আমি বলেছি সে ক্ষেত্রে কিতাব ও গ্রন্থ নির্বাচন অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোন্ বিষয় আপনি অধ্যয়ন করবেন এবং ঐ বিষয়ের কোন্ কোন্ কিতাব কোন্ পর্যায়ক্রমে অধ্যয়ন করবেন তা খুব চিন্তাভাবনার সাথে নির্ধারণ করতে হবে, সেই সঙ্গে আহলে ইলমের মজলিস ও ছোহবত থেকে ফায়দা হাছিল করতে হবে। কবি সুন্দর বলেছেন এবং সত্য বলেছেন

بنتی تھیں کے بادہ و ساغر کھے بغیر

আসে না তো 'পান-রুচি' পানশালায় না গেলে এবং সাকীর সঙ্গ না পেলে।

তদ্রূপ দ্বীনের যাওক ও সহজাত রুচিবোধও তৈরী হয়, যারা আহলুল্লাহ তাদের মজলিসে বসে এবং তাদের সান্নিধ্যে থেকে।

যাওক বা রুচিবোধ কী? এটা ব্যাখ্যা করে বোঝানো সম্ভব নয়। আল্লাহ যাকে দান করেন সেই শুধু বুঝতে পারে। প্রত্যেক জিনিসের একটি রুচিবোধ আছে এবং তা শুধু 'রুচিবানদের' সান্নিধ্য থেকেই লাভ হয় এবং বেশ কৃষ্ট-সাধনার পরই লাভ হয়।

পৃথিবীতে আজ মানব-জীবনের স্বভাবরুচিবোধ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। শুচি-শুভ্র ও নির্মল পবিত্র জীবন যাপনের রুচিবোধ হারিয়ে গেছে, তাই জীবন হয়ে পড়েছে জ্বলন্ত আযাব। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এতো উন্নতি সত্ত্বেও ইউরোপ-আমেরিকা মানবীয় জীবনের সুন্দর ও নির্মল রুচি তৈরী করতে পারে নি। তাই যন্ত্রের এমন সর্বব্যাপী আধিপত্য সত্ত্বেও সেখানে এখনো তারা সত্যিকার মানুষের প্রয়োজন অনুভব করে এবং মানুষকেই প্রধান গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

আমার প্রিয় বন্ধুগণ! ভালোভাবে মনে রাখুন, যারা আপনাদের শিক্ষক তাদের দ্বারাই আপনাদের কাজ হবে। এই নিভু নিভু বাতি দিয়েই আপনাদের জীবন-প্রদীপ প্রজ্বলিত হবে এবং হৃদয় ও মস্তিষ্ক আলোকিত হবে। কিন্তু যদি মনে করেন যে, অন্য কোন উপায়ে, অন্য কোন বাতি থেকে জীবনের এবং হৃদয়ের প্রদীপ প্রজ্বলিত করবেন তাহলে ক্ষতি ও খাছারাই হবে শেষ পরিণতি। কেননা সব আগুন আলো দেয় না, কিছু আগুন জ্বালিয়ে দেয় ।

খুব ভালোভাবে বুঝে নিন, এই আসাতিযা কেরামের মজলিসে বসেই এবং তাদের সান্নিধ্য থেকেই আপনারা দ্বীনের এবং ইলমের বিশুদ্ধ রুচিবোধ ও অনুরাগ অর্জন করতে পারবেন। তবে শর্ত এই যে, আস্থা ও বিশ্বাসের সাথে এবং কিছুটা হলেও ভক্তি ও একাত্মতার সাথে তাদের সঙ্গ লাভ করতে হবে। মনে রাখবেন স্বার্থপর ও নিঃস্বার্থ এবং ভালো ও মন্দ, এমনকি মানুষ ও অমানুষের মাঝেও পার্থক্য বোঝার জন্য কোথাও কোন নিয়ম ও বিধি-বিধান লেখা নেই। এটা শুধু অনুভব ও রুচিবোধ দ্বারাই জানা যায় ।

সমস্ত মাদরাসায় এখন একটি ভয়াবহ শূন্যতা বিরাজ করছে। তা এই যে, আসাতিযা ও তালাবা- এ দুইয়ের মাঝে কোন সম্পর্ক নেই, এমনকি ন্যূনতম যোগাযোগও নেই; বরং উভয়ের মাঝে বিরাট ফারাক ও ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। তারা এখন শুধু দরসের ছাত্র এবং দরসের আসাতেযা হয়ে পড়েছেন। এই সম্পর্কহীনতা ও ব্যবধান অবশ্যই দূর করতে হবে। উভয়ের মাঝে আত্মার সম্পর্ক এবং হৃদয়ের বাঁধন সৃষ্টি করতে হবে, মাদারিসের অস্তিত্ব, ইলমের অগ্রগতি এবং তালিবে ইলমের কামিয়াবি এখানেই রয়েছে নিহিত।